তারিখ ...৭।১১।২০০৪...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাবিতে সন্ত্রাসীদের জন্য কাগুজে সাজা ‘সাময়িক বহিষ্কার’

❑ বহিষ্কৃতরা জানেও না তাদের সাজা হয়েছে ❑ শো-কজও যায় না

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনা রোধে ‘বহিষ্কার নীতি’ কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

গত দেড় বছরে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে ৭২ ছাত্রকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে। এ ছাড়াও শতাধিক ছাত্রকে শো'কজ নোটিশ দিয়েছে। গঠিত হয়েছে ২০টিরও বেশি তদন্ত কমিটি বা তথ্যানুসন্ধান কমিটি। এর মধ্যে মাত্র তিনটি চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত তিনটিও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ অভিযুক্তকে শো'কজ নোটিশ পাঠাচ্ছে না। সাময়িকভাবে বহিষ্কৃতরা ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে বহিষ্কারাদেশ স্থায়ী করা হবে বলে সিদ্ধান্তে ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। সঠিকভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় বেঁচে যাচ্ছে অনেক সন্ত্রাসী ক্যাডার।

‘সাময়িক বহিষ্কারাদেশে’র চর্চা শুরু হয় গত বছর ১৪ এপ্রিল সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগ কর্মী সেলিমকে চাপাতি দিয়ে কোপানোর ঘটনার পর থেকে।

এ ঘটনায় জড়িত ৭ ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ৬ মে এসএম ও জহুরুল হক হলের সন্ত্রাসীদের

সাজা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম : ১

সাজা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে ৫০ রাউন্ড গুলিবিনিময় ঘটনায় ২ জন, ২৪ জুন এসএম হলে ব্যবসায়ী অপহরণ ঘটনায় ১ জন, ১৪ জুলাই এফ রহমান হলে ১ রাউন্ড গুলিবিনিময়ের ঘটনায় ২ জন, ৮ সেপ্টেম্বর ক্ষুর দিয়ে ১ ছাত্রকে আঘাত করায় ২ জন, ১৪ সেপ্টেম্বর মহসিন হলে ছাত্র অপহরণ ঘটনায় ৩ জন, ১৩ ডিসেম্বর জিয়া হলে ফাও খাওয়া নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ জন, ৩১ ডিসেম্বর তরুণী লাঞ্ছনার ঘটনায় ফজলুল হক হলের ২ জন, ২৩ এপ্রিল পলাশীতে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২ জন, ২০ জুন ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ১১ জন, ২৬ জুন মহসিন হলের ছাত্রদের শিক্ষাভবনে গোলাগুলির ঘটনায় ৪ জন, ২ জুলাই ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ২ বহিরাগত নিহত হওয়ার ঘটনায় ৯ জন, ১৩ সেপ্টেম্বর আইইআর-এ সংঘর্ষের ঘটনায় ৪ জন, ৩০ জুলাই মহসিন হল দখলের ঘটনায় ৩ জন এবং ২ নভেম্বর মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ওপর হামলার ঘটনায় ৬ জন এবং ওইদিন সন্ধ্যায় টিএসসিতে হামলার ঘটনায় ৭ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিভিন্ন সময়ে গঠিত তদন্ত কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এফ রহমান হলে ১ রাউন্ড গুলি বিস্ফোরণের দায়ে ২ ছাত্রকে (১টি গুলি ২ জন বিস্ফোরণ ঘটায় কিভাবে!) ১ বছরের জন্য এবং জিয়া হলের ৭ জন সাময়িক বহিষ্কৃতদের মধ্যে ৫ জনের শাস্তি প্রত্যাহার করে বাকি ২ জনকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে এ বছর ২০ জুন জহুরুল হক হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কাজল কর্তৃক ২ সাংবাদিক লাঞ্ছনার ঘটনায়। মাস্টার্স পরীক্ষার্থী কাজলকে ৬ মাসের স্থগিত বহিষ্কারাদেশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে সমস্যার সমাধান দেয়।

সাময়িক বহিষ্কারাদেশের অধিকাংশই নির্দেশ হিসাবেই থেকে যায়, অভিযুক্তরা শো'কজ নোটিশ পর্যন্ত পায় না। তারা নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। নিজের হল বা অন্য হলে অবস্থান নিয়ে পড়ালেখা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপও চালিয়ে যায়।

প্রথম সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত ৭ জনের একজন মেহেদী হাসান ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে মাস্টার্স শেষ করেছে। অপহরণের দায়ে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত গোলাম সারোয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে অনার্স দিচ্ছে। তারা শো'কজ নোটিশ পর্যন্ত হাতে পায়নি। এমনকি পত্রিকায় ৭ দিনের মধ্যে শো'কজ-এর নির্দেশ দেখে অনেকে নোটিশ না পেলে কেন এসেছ? এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

অধিকাংশ তদন্ত কমিটির সদস্য প্রক্টর ড. নূর-উন-নবী বললেন, ‘বহিষ্কার হয়েছে এটাই একটা মানসিক শাস্তি। পরবর্তী সময়ে তারা আর সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়াতে ভয় পাবে।’ তবে তাদের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে জানিয়ে বললেন, ‘পরীক্ষা দিতে পারলেও তারা সার্টিফিকেট পাবে না।’

কিন্তু সাময়িক বহিষ্কৃতদের তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছেই অজানা। স্বয়ং ভিসি আজাদ চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে যে ৪৪ জন ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে প্রকৃত সংখ্যাটা হবে ৫৭ জন। তবে এদের মধ্যে দু'তিন জন একাধিকবার বহিষ্কৃত হয়েছেন।

বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত এতই দ্রুত নেয়া হয় যে ওই নামের কোন ছাত্র ওই বিভাগ বা হলে আছে কি নেই সেটাও খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করে না কর্তৃপক্ষ। একপক্ষের লিখিত অভিযোগেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২ নভেম্বরের ঘটনায় বহিষ্কৃতদের নাম উল্লেখ করা হয় আপেল, আমিন, তিতু, রিয়াদ, আশরাফ বাবু, রুবেল ও তানি। কিন্তু তাদের সার্টিফিকেট নাম এ ধরনের নয় বলে শো'কজ থেকে বেঁচে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া রুবেল ও তানির বিভাগ উল্লেখ না করে শুধু জহুরুল হক হল উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ‘তানি’ নামে ওই হলে কোন ছাত্র নেই।

এই সিদ্ধান্ত অকার্যকরের বড় প্রমাণ ‘১৩ সেপ্টেম্বরের আইইআর-এর সন্ত্রাসী ঘটনা। ওই ঘটনায় লিটুসহ ৪ ছাত্রকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। অথচ লিটু তখন ক্লাসে ছিল। শিক্ষক প্রত্যয়ন করার পর তার বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়।

এসএম হলের ছাত্র ডলারকে ২ নভেম্বরের ঘটনায় বহিষ্কার করা হয়েছে, যে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে গেছে।

এ ব্যাপারে ভিসি এ কে আজাদ চৌধুরী জানান, ‘প্রত্যেক বহিষ্কৃত ছাত্রের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে অভিযুক্ত ছাত্রকে পরীক্ষা না দিতে দেয়ার নির্দেশ থাকে।’

বহিষ্কৃত ২০ জন ছাত্রদল এবং বাকি ৫০ জন ছাত্রলীগ কর্মী। সাময়িক বহিষ্কারাদেশের সিদ্ধান্তে ছাত্রলীগ নেতাদের অসন্তোষ বেড়েছে। নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন জানান, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই পারে। আমরা এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত ও স্বচ্ছতা দাবি করছি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির প্রসঙ্গও এসেছে।’